কবি ও ছবি।

জগৎ সৌন্দর্য্যময়। একবার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখ, একগাছি তৃণেও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। মানব-হৃদয়ে প্রবেশ কর, সৌন্দর্য্যের খনির প্রতিভায় চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া যাইবে। বহিঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রূপে, অন্তঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গুণে। নিজের দৃষ্টি যখন ক্ষীণ তখন এ সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে, কবির চোখে, চিত্রকরের চোখে দেখিতে হইবে। আমাদের সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটাইবার বিবিধ উপায়ের মধ্যে কাব্য ও চিত্র প্রধান। বহিঃ-প্রকৃতি লইয়া চিত্রের, অন্তঃপ্রকৃতি লইয়া কাব্যের সৃষ্টি। কবি বাহিরের রূপ অন্তরের গুণে ডুবাইতে চান, চিত্রকর অন্তরের গুণ বাহিরের রূপে ফুটাইতে প্রয়াস পান। কবি "ওথেলোর" প্রতি "দেসদেমোনা"র প্রেমবর্ণনে কুণ্ঠিত নহেন ; বরং দেসদেমোনার প্রেমের প্রদীপ্ত প্রভায় রবিরশ্মি প্রতিবিম্বিত পিঙ্গল পয়োধরের ন্যায় কৃষ্ণকান্তি "ওথেলোকেও" গৌরবর্ণ করিতে প্রয়াসী হইবেন। আর চিত্রকর অলস আঁখি "প্যারিসের" পার্শ্বে হেলেনের ছবি, অথবা প্রেমোৎ-ফুল্লিত নয়না "ক্লিওপেট্রার" পার্শ্বে প্রেমোন্মত্ত "এ্যাণ্টোনিওর" ছবি আঁকিতে অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতা দেখাইবেন। কিন্তু "ওথেলো দেসদেমোনা"র প্রেমচিত্র আঁকিতে আদৌ সক্ষম হইবেন না।

কাব্যে ও চিত্রে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই তাহা দুই প্রকার। বহিঃ প্রকৃতিতে যাহা সতত প্রত্যক্ষ করিতেছি, মানব জীবনে যাহা অহঃরহ সংঘটিত হইতেছে, তাহার একটা যথার্থ ছবি অঙ্কিত দেখিলে একপ্রকার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতের সহিত প্রতিকৃতির সাদৃশ্য যত স্পষ্ট হয় এ সৌন্দর্য্য ততই ফুটিয়া উঠে। গলিত দন্ত, পলিত কেশ শীর্ণ দেহ বৃদ্ধকে কেহ সুন্দর বলিবে না। বিজলীর ক্ষণ বিকাশে নিবিড়নীরদাবৃত ভূধর প্রান্তে বিক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গ দেখিয়া কেহ সুন্দর বলিবে না। কিন্তু চিত্রকরের নৈপুণ্যে ইহাদের প্রতিকৃতি যখন প্রকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, তখন সুন্দর না বলিয়া কেহ থাকিতে পারিবে না। স্বভাবের মধ্যে নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া ভার, কিন্তু দোষের পার্শ্বেই গুণের গৌরব বৃদ্ধি পায়। এ জগতে অপেক্ষা রহিত কিছুই নহে, সকল পদার্থই সাপেক্ষ আর সাপেক্ষত্বই তাহাদিগকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে। তাই আঁধারের মধ্যে আলোর বিকাশ, কুৎসিতের

মধ্যে সৌন্দর্য্যের পরিস্ফুট ভাব। এইজন্যই স্বভাবকবি ও স্বভাবচিত্রকর প্রকৃতির কোন অংশ পরিত্যাগ করেন না, যেমনটী দেখেন ঠিক তেমনটি আঁকিবার চেষ্টা করেন। স্বভাবের যথার্থ অনুকরণে এ সৌন্দর্য্যের প্রকাশ।

প্রকৃতির সকল সৃষ্টিই পরিণামী, সবিরোধ ও সাপেক্ষ বলিয়া কোন এক অপরিণামী, নির্বিরোধ ও নিরপেক্ষ সত্য বস্তুর অস্তিত্বের আশঙ্কা হয়, তাহা আমাদের জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হইলেও তাহা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হয়। এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রকৃতির মধ্যে একটী সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়াই। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারে বিফলমনোরথ হইয়া স্বভাবের সকল সৌন্দর্য্য চুনিয়া একত্র সন্নিবেশিত করি। তাই কণ্টকাবৃত পত্র পরিশোভিত গোলাপ আমাদের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয় না, নানা জাতীয় ফুলরাশি তুলিয়া ফুলদান সজ্জিত করি। এইরূপে স্বভাবের ছড়ান সৌন্দর্য্য একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া একটী আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করি। এই দ্বিবিধ সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া কবি ও চিত্রকর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন।

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে আমাদের চিত্ত বিমোহিত হয় কিন্তু আদর্শ সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়, আমরা সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার পূজা করি। আমাদের লক্ষ্য এই আদর্শ সৌন্দর্য্য; ইহা আঁকিতে হইলে অগ্রে সতত পরিদৃশ্যমানা প্রকৃতির প্রতিকৃতি আঁকা শিখিতে হইবে। কারণ যাহা বাহিরের বস্তু তাহার প্রতিকৃতি আঁকা সহজ, কিন্তু যাহা অন্তরের বিষয়, তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে হইলে সাতিশয় মনঃসংযম ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা চাই। কবি ও চিত্রকর নৈসর্গিক শোভাসন্দর্শনে সুনিপুণ হইলে তবে বাহিরের ছড়ান সৌন্দর্য্য কল্পনায় একত্রীভূত করিয়া আদর্শের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শ সৌন্দর্য্য দেখাইতে গিয়া কবি অনন্তসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে স্বভাবের যে সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, চিত্রকরের অপূর্ব্ব কৌশলও তাহার পূর্ণ প্রতিকৃতি আঁকিতে বোধ হয় অসমর্থ।

সতত সৌন্দর্য্য আহরণে ব্যাপৃত কবির সম্বল ভাষা, চিত্রকরের বর্ণ। কবি ভাষায় যাহা চিত্রিত করেন কল্পনায় তাহা প্রকাশিত হয়, চিত্রকর বর্ণে যাহা চিত্রিত করেন, প্রকৃতের ন্যায় তাহা প্রতীয়মান হয়। চোখের ভ্রম

জন্মাইবার শক্তি চিত্রকরের আছে, কিন্তু কবি মনের ভ্রম আনিয়া দিতে পারেন। কবি বহির্বিষয়ের সহিত অন্তঃপ্রকৃতির একটা সামঞ্জস্য সাধিয়া সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধিত করেন। তখন কোন বিষয় আমরা আর বাহিরের চোখে দেখি না অন্তরের চোখে দেখি। কবি দেখাইবেন—পরম জ্যোঃতি পরমেশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্র উপলব্ধি করিয়া সাধকের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছে, আর ক্ষণ-প্রকাশিত প্রিয়জনের প্রেমছবির চির অন্তর্দ্ধানের ন্যায় দীর্ঘ তামসী নিশা সমাগমে এ সান্ধ্য শোভা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে ভাবিয়া বিচ্ছেদ-বিদগ্ধ বিরহীর প্রাণ অতল নৈরাশ্য সাগরে ডুবিতেছে।

কবির নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় আমাদের অন্তরে সমুচ্ছাসিত ভাবলহরী শীঘ্রই বিলীন হয়, কিন্তু মানব চরিত্র চিত্রিত করিয়া কবি আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন,—এই মানবজীবনের ঘটনা সমূহ লইয়াই কবির কাব্য রচনা, চিত্রকর কোন একটী মাত্র ঘটনা চিত্রিত করিতে সমর্থ। চিত্রকরের নিপুণতায় আমাদের নয়নের তৃপ্তি, কবির নিপুণতায় আমাদের জীবনের শিক্ষা। চিত্র দর্শনে আনন্দ হয়, কাব্য আলাপনে চরিত্র গঠিত হয়। কবি যাহা কল্পনায় আঁকিয়াছেন, চিত্রকর তাহা আলেখ্যের উপর প্রদর্শন করেন এবং রংয়ের সাহায্যে মনের ভাব মুখে ফুটাইয়া অদ্ভুত পরিদর্শনের পরিচয় দেন। ভাবভঙ্গি এরূপ চিত্রিত হয় যে মূক প্রতিকৃতিকে মুখর বলিয়া ভ্রম হয়, নির্জীব চিত্রকেও সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। প্রতিকৃতিতে প্রকৃতের ভ্রম জন্মানই চিত্রবিদ্যার চরম উৎকর্ষ। ইহা সাধন করিতে হইলে প্রথমে জ্যামিতি ও Conics, তৎপরে আকৃতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন।

বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও চিত্রকর যে সৌন্দর্য্য বিকাশে সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কবি একমাত্র ভাষার সাহায্যেই তাহার চরম উৎকর্ষ সাধন করেন, তাহার কারণ ভাষার সহিত আমাদের অন্তর্নিগূঢ় ভাবের নিকট সম্বন্ধ। এই ভাব প্রস্রবনী মুখে দাঁড়াইয়া কবি মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন ভাষার সাহায্যে বাহিরের অসুন্দরকেও সুন্দরে পরিণত করেন। কিন্তু কবির চিত্র কল্পনায় প্রতিবিম্বিত, সুতরাং ক্ষীণপ্রভ। কবি অন্তরে যাহা আঁকিবেন, চিত্রকর আলেখ্যের উপর তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত করিবেন। সুতরাং কবি ও চিত্রকর যদি একত্রিত হন, তাহা হইলে ভাব ও চিত্রের সম্মিলনে সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী
সাহিত্য বিভাগ